5:34

১. পঞ্চকন্যা পাইলা চেতন – পঞ্চকন্যা কে কে? তাদের চেতনা পাওয়ার কথা বলা হয়েছে কেন? কীভাবে তাদের চেতনা ফিরেছিল?

উত্তরঃ সপ্তদশ শতকের আরাকান রাজসভার বিখ্যাত কবি সৈয়দ আলাওলের লেখা ‘পদ্মাবতী’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত সিন্ধুতীরে কাব্যাংশে যে অচেতন পঞ্চকন্যার কথা বলা হয়েছে তাঁরা হলেন সিংহল রাজকন্যা তথা চিতোর রাজ রন্তসেনের পত্নী পদ্মাবতী ও তাঁর চারজন সখী, চন্দ্রকলা, বিজয়া, রোহিনী এবং বিধুন্নলা।

রানী পদ্মাবতী স্বামী ও সখীসহ সমুদ্রপথে চিতোরের উদ্দেশ্যে আসার সময় তাঁদের জলযানটি ঝড়ের কবলে পড়ে জলে ডুবে যায়। পদ্মাবতী ও তাঁর চার সখী একটি মান্দাসে কোনো রকমে আশ্রয় নেয়। সমুদ্রের সেই ভয়ানক ঝড়ে, দীর্ঘযাত্রার ক্লান্তিতে ও ভয়ে

ভয়ানক ঝড়ে, দীর্ঘযাত্রার ক্লান্তিতে ও ভয়ে পঞ্চকন্যা অচেতন হয়েছিল বলে মনে করা হয়।

সমুদ্রকন্যা পদ্মা তাঁদের সুন্দর দ্বীপে অচেতন পঞ্চকন্যাকে আবিষ্কার করে প্রাথমিক রুপমুগ্ধতার মধ্যেও তাঁদের সেবা শুশ্রূষা তথা চিকিৎসায় মনোযোগী হন। সমুদ্র রাজকন্যা পদ্মা সখীদের নির্দেশ দেন শুকনো কাপড় দিয়ে অচেতন পঞ্চকন্যার শরীর ঢেকে দেওয়ার। এরপর আগুন জ্বেলে তাঁদের আপাদমস্তক সেঁক দেওয়া হয়। পদ্মা এরপর তন্ত্রমন্ত্রসহ মহৌষধ প্রয়োগ করতে থাকেন। একাগ্রচিত্তে চার ঘণ্টার দীর্ঘ সেবাযত্নের পর অবশেষে অচেতন পঞ্চকন্যার চেতনা ফিরে আসে। যেখানে সমুদ্রকন্যা পদ্মা ও তাঁর সখীদের আন্তরিক সেবাযত্ন, ঈশ্বরের প্রতি আস্থা ও অধীত বিদ্যার আশু প্রয়োগ সহায়ক হয়েছিল পদ্মাবতীসহ পঞ্চকন্যার চেতনা ফিরে আসার ক্ষেত্রে।